20 injured as AL, BNP men clash

UNB, *Magura*

At least 20 people were injured in a clash between the activists of Awami League (AL) and BNP at Chakulia village in Mohammadpur upazila yesterday morning.

Police and locals said the supporters of Awami League leader Abdus Shukur Molla and BNP leader Abdur Rauf Molla clashed over establishing supremacy in the area.

Being informed, police rushed to the spot, dispersed the clashing groups and brought the situation under control.

Of the injured, five were admitted to Magura Sadar Hospital. Later, two of them were shifted to Dhaka Medical College and Hospital as there condition deteriorated.

Jubo League leader stabbed over tender

OUR CORRESPONDENT, *Tangail*

A Jubo League leader was stabbed by his rival party men over tender in Tangail yesterday.

The injured, Saiful Islam Lavlu, president of Jubo League Sadar upazila unit, was sent to Tangail General Hospital and later shifted to Dhaka as his condition deteriorated, party sources said.

Lavlu's rivals stabbed him while he was going to Tangail Zila Parshad Building to drop a tender.

Later, police rescued Lavlu and sent him to the hospital.

Contacted, Kazi Alid Islam, general secretary of district Jubo League, said he knew nothing about the incident.

Bridge lies useless for lack of approach road

OUR CORRESPONDENT, *Patuakhali*

A bridge over Nurainpur River has remained useless three years after construction of the main structure due to lack of an approach road.

Local Government and Engineering Department (LGED) constructed the 150-metre-long and 5.85-metre-wide RCC girder bridge over Nurainpur River between Nurainpur and Bhoripasha villages under Baufal upazila in the district at a cost of Tk 4.51 crore.

Construction work of the bridge connecting Nurainpur and Keshobpur unions of Baufal upazila completed on July 19 in 2008 but the approach road is yet to be built.

"The government built the bridge spending crores of taka but we are not getting the benefit for want of an approach road," said Jainal Rari, 50, a local resident.

PHOTO: STAR

This impressive bridge over Nurainpur River in Baufal upazila under Patuakhali district remains without any utility to the locals as no approach road has been made three years after its construction.

Kamal Hossain, assistant engineer of LGED in Patuakhali, said, "Tk 94.88 lakh has been allocated to build approach road on both sides of the bridge but the land acquisition could not complete in time. 1.77 acres of land has already been acquired on Nurainpur side and process is on to acquire 3.06 acres of land on Keshobpur side. After completing the acquisition, we will start construction work of the approach road in a very short time."

BCL enforces indefinite strike at RMC

Demands punishment to JCD men for attack on college unit leaders

OUR CORRESPONDENT, *Rangpur*

Rangpur Medical College (RMC) unit of Bangladesh Chhatra League (BCL) yesterday called an indefinite strike at the college demanding action against the attackers on BCL RMC unit President Ashfaqul Huq Khandker and Organising Secretary Sohag Hossain.

Academic activities of the college remained suspended due to the strike yesterday.

At a press conference at the college auditorium, BCL leaders of RMC declared that they would continue the strike until their demand is met.

They alleged that a number of outsider goons backed by Jatiyatabadi Chhatra Dal (JCD) attacked them, entering their rooms of Mukta Hostel at dawn yesterday.

Injured during the incident, two BCL leaders were admitted to Rangpur Medical College Hospital (RMCH).

"Outsider JCD activists wanted to hold a concert at the college campus. At first the principal allowed it but he later cancelled the permission following protest from Sohag and me," said Ashfaqul Huq Khandker at his bed of RMCH.

"As we protested the programme by outsiders, the JCD men engaged goons to attack us at our rooms in the hostel," he said.

Ashfaqul and Sohag said they could not identify the attackers as they were masked.

Contacted, acting Principal of the college Mirza Nazrul Islam said, "We are yet to be sure. Cancellation of the cultural programme might be the cause of attack on Ashfaq and Sohag."

He hoped that the strike would be withdrawn today (Monday) as the college authority is going to take legal action in this connection.

Elections to 71 UPs in Pabna May 31-July 3

OUR CORRESPONDENT, *Pabna*

Elections to 71 out of 73 union parishads (UP) in nine upazilas of Pabna district will be held from May 31 to July 3.

Elections to eleven UPs in Bera upazila will be held on May 31, six UPs in Faridpur upazila on June 6, five UPs in Bhangura upazila on June 8, eleven UPs in Chatmohar upazila on June 12, five UPs in Atghoria upazila on June 15, ten UPs in Sujanagar upazila on June 19, nine UPs in Santhia upazila on June 21, seven UPs in Ishwardi upazila on June 26, says a notice issued by district election officer (DEO) Md Faridul Islam.

Election to 10 union parishads in Pabna Sadar upazila will be held in two phases -- on June 29 in Dogasi, Bharara, Sadullapur, Chartarapur and Ataikula unions and on July 3 in Gayashpur, Maligasa, Dapunia, Malanchi and Hemayetpur unions.

Preparations are being made to hold the elections to the lowest tier of the local government polls peacefully, the DEO said.

The election will not be held in Karamja union under Santhia upazila and Bhangura union under Bhangura upazila this year due to cases pending with the court, he added.

66 mutineers jailed in Khagrachhari

OUR CORRESPONDENT, *Khagrachhari*

Sixty-six jawans of 30 Battalion of Border Guard Bangladesh (BGB) were yesterday sentenced to jail terms ranging from four months to seven years for their involvement in mutiny at the battalion headquarters in Panchhari upazila of Khagrachhari on February 26, 2009.

Of them, three were jailed for seven years, two for five years, seven for three years, five for two years and six months, three for six years, four for two years, three for three years, eight for one year and six months, six for one year, six for nine months, 12 for six months, four for four months, and one was jailed for six years and six months, one for four years and six months and another for four years. The special court-15 also fined the convicts Tk 100 each.

The special court-15 headed by Khagrachhari Sector Commander Col Abu Wahab Mohammad Hafizul Haque acquitted five jawans as charges brought against them could not be proved. Two other members of the court were Lt Col Sayedis Saqline and Major AZM Golam Mostafa Al-Mamun.

The court framed charges against 71 jawans on March 15. According to the charges, the jawans revolted against their officers at the battalion headquarters in Panchhari on February 26, 2009 and looted arms and ammunition from armoury and fired blank shots.

One of the accused named Md Faruk Mia confessed to his involvement in the mutiny while the rest 70 claimed innocence. The court then recorded depositions of the prosecution witnesses.

ইইএফ উদ্যোক্তা সম্মেলন-২০১১

২৬ এপ্রিল, ২০১১, মঙ্গলবার

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় ইক্যুইটি অ্যান্ড অন্ট্রাপ্রানারশিপ ফান্ড (ইইএফ) উদ্যোক্তা সম্মেলন, ২০১১ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।
দেশের কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আইসিটি খাতের উন্নয়নে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ২০০১ সালে ইইএফ গঠন করে। এর ফলে এ সমস্ত শিল্পখাতে নতুন বিনিয়োগ শুরু হয়।
বর্তমান সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশে এখন বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ বিরাজ করছে। আর্থিক ও ব্যাংকিং সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকার এ খাতের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
আমি আশা করি, ইইএফ নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসৃজন কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সরকারের পাশাপাশি সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।
আমি ইইএফ উদ্যোক্তা সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

স্বপ্ন নিয়েই তো তরুণরা বাঁচে

নতুন কিছু করা, নতুনভাবে গড়া–এই তো ওদের জীবনের প্রত্যয়। এরই মাঝে সঠিক পথের সন্ধান না পেলে তৈরি হয় সংকট। সেই সঙ্গে আছে আত্মকর্মসংস্থানের সঠিক উপায় খুঁজে না পাওয়ার দ্বন্দ্ব। বিশেষ করে উদ্যোক্তা হওয়ার ঝুঁকি। কিছু একটা করা, সাহসের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়া–এ ধরনের মানসিকতা অনেকের থাকলেও কখনো কখনো তা হয়ে ওঠে না পুঁজির অভাবে। তখন সব চেষ্টা, সব উদ্যমই চাপা পড়ে যায়। তরুণদের স্বপ্ন, মানুষের অমিত শক্তিকে দেশের কাজে লাগানোর এক বিশেষ উদ্যোগ নেয় সরকার। যে উদ্যোগের মধ্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন উদ্যোক্তা। যে উদ্যোগে বিনিয়োগ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ২০০০ সালে গঠন করে এক বিশেষ তহবিল। এই তহবিলের নাম এক্যুইটি অ্যান্ড অ্যান্ট্রাপ্রান্যারশিপ ফান্ড, সংক্ষেপে 'ইইএফ', এটা একটা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল।
সম্ভাবনা আছে, আছে প্রতিশ্রুতিশীলতা, কিন্তু ঝুঁকি আছে অনেক। এ রকম অনেক চিন্তা, অনেক লাভজনক শিল্প ব্যবসাকে গতিশীল ও লাভজনক করে এর প্রসার বাড়াতে সরকার উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে চাইছে। ইইএফ সে লক্ষ্যেই নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সমমূলধন সহায়তা দিচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পে, যার মধ্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে কর্মসংস্থান, তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন উদ্যোক্তা।
এ তহবিল চালু হওয়ার পর থেকে গত ১২ এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত কৃষি ও আইসিটিখাতে মোট ৭২০টি প্রকল্পে ১৩৮৩.৫০ কোটি টাকার মঞ্জুরি দিয়েছে ইইএফ। প্রায় ৭০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।
ইইএফ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : প্রধানত দেশের শিক্ষিত ও কর্মক্ষম তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নই ইইএফ কার্যক্রমের বড় লক্ষ্য। সৃজনশীল, দক্ষ এবং সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে আর্থিক অনিশ্চয়তা দূর করা এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য।
সুবিধা লাভের খাতসমূহ : আমরা বলি, 'সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ', কিন্তু এই সম্ভাবনার আসল চেহারা কখনো কখনো আমাদের দেখার আড়ালে থেকে যায়। কিন্তু এ কথাও জানি, নানামুখী উদ্যোগের মাধ্যমে আসতে পারে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। এ জন্য দরকার পরিপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা। আর তাই এমন কিছু খাত তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে আসতে পারে স্বপ্ন দেখা তরুণের সাফল্য। একনজরে দেখে নিই সে খাতগুলো :
কৃষি : ১) হাইব্রিড বীজ উৎপাদন (ধান, ভুট্টা, সবজি ও তরমুজ)। ২) বাণিজ্যিকভাবে টিস্যুকালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে আলুবীজ উৎপাদন। ৩) বাণিজ্যিকভাবে ফুল, অর্কিড চাষ (রপ্তানি ও স্থানীয় বাজারের জন্য)। ৪) বাণিজ্যিকভাবে সরু/সুগন্ধী চাল (স্থানীয় বাজারের জন্য)। ৫) মাশরুম চাষ।
মৎস্য : ১) IQF Plant স্থাপন। ২) মূল্য সংযোজিত মৎস্যজাত খাদ্য উৎপাদন। ৩) আধুনিক পদ্ধতিতে শুঁটকিমাছ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ। ৪) বাণিজ্যিকভাবে হাইব্যালু মাছের খামার। ৫) হ্যাচারিসহ মৎস্য চাষ।
খাদ্য উৎপাদনভিত্তিক শিল্প : ১) মৎস্য ও পশুজাত গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদনভিত্তিক শিল্প।
পশু সম্পদ : ১) দুধ, ডিম প্রক্রিয়াজাত প্ল্যান্ট। ২) মাংস প্রক্রিয়াজাত প্ল্যান্ট। ৩) গবাদিপশু/হাঁস-মুরগির রোগ নির্ণয়, চিকিৎসার জন্য ল্যাবরেটরি ও হাসপাতাল স্থাপন।
পোলট্রি উৎপাদনভিত্তিক শিল্প : ১) গ্রেট-গ্র্যান্ড প্যারেন্ট, গ্র্যান্ড প্যারেন্ট ও প্যারেন্ট স্টক খামার।
ঋণ সুবিধা লাভের জন্য অন্যান্য খাতসমূহ: ১) জৈব সার উৎপাদন, ২) সয়াফুড উৎপাদন ও সয়াবিন প্রসেসিং, ৩) ফুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজার্ভিং। ৪) মৌ চাষ ও মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ, জ্যাম জেলি, আচার সসেজ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ (স্থানীয়ও রপ্তানি বাজারের জন্য), ৫) সুপারি চাষ/উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ (স্থানীয় ও রপ্তানি বাজারের জন্য), ৬) কচ্ছপ হ্যাচারি ও কচ্ছপ চাষ। ৭) কুমিরের হ্যাচারি ও চাষ।
সফটওয়্যার শিল্প : সরকারের 'ডিজিটাল' বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনের পথে যে বিষয়টি অনিবার্য, তা হলো তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন। সে লক্ষ্য পূরণ করতে ইইএফ-এর মাধ্যমে সফটওয়্যার শিল্পে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
ইইএফ সহায়তার পরিমাণ : উদ্যোক্তাদের 'ইইএফ' সহায়তার পরিমাণ মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪৯%। অবশিষ্ট ৫১% অর্থ উদ্যোক্তাকে বিনিয়োগ করতে হয়। কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে সর্বোচ্চ ৪.৯০ কোটি টাকা, আইসিটি খাতে সর্বোচ্চ ২.৪৫ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।
অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত উদ্যোক্তা : ইইএফ অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশি, মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা (যে সব প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিলা) ও উপজাতি এসব উদ্যোক্তা সবচাইতে বেশি অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এ ছাড়া পার্বত্য জেলা, দারিদ্র্যপীড়িত মঙ্গা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এলাকায় যারা প্রকল্প করতে চান, তাদেরকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে।
আবেদন পদ্ধতি : ইইএফ সহায়তা পেতে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে Expression of Interest (EOI) আহ্বান করা হয়। এ ছাড়া ওয়েবসাইটেও তথ্য দেওয়া থাকে। ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.eef.gov.bd। আগ্রহী উদ্যোক্তাকে আইসিবি থেকে গাইডলাইনসহ (EOI) আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হয়। তারপর তা যথাযথভাবে পূরণ করে আইসিবিতে জমা দিতে হয়। এ ছাড়া ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে আবেদন করতে পারবে। উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে আবেদন চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আবেদনকারীর জন্য কিছু শর্তাবলী থাকে, যেমন : ১) আবেদনকারী উদ্যোক্তাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। ২) প্রকল্পটি সফটওয়্যার, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য হতে হবে। ৩) ইইএফ সহায়তার জন্য প্রতিষ্ঠানকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হতে হবে। ৪) নতুন/অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, সৃজনশীল, দক্ষতাসম্পন্ন এবং সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা হতে হবে। ৫) মোট প্রকল্প ব্যয় কৃষির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫০ লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১০.০০ কোটি টাকা এবং আইসিটির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২০ লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫.০০ কোটি টাকা হতে হবে। ৬) ব্যাংকঋণসহ প্রকল্প প্রস্তাব ইইএফ সহায়তার জন্য বিবেচনা করা হবে না। ৭) আইসিটি প্রকল্পে ইইএফ সহায়তার জন্য আইসিটি শিল্পে ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বিশেষ আকর্ষণ : ১) আর্থিক সহায়তা গ্রহণের তিন বছরের মধ্যে কোনো অর্থ ফেরত প্রদানের বাধ্যবাধকতা নেই। ২) গৃহীত অর্থের ওপর কোনো সুদ ধার্য করা হয় না। ৩) কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৪র্থ বছর থেকে ৮ম বছর পর্যন্ত প্রতি বছর আসলের ২০% লাভসহ ফেরত দিতে হয়। ৪) আইসিটির ক্ষেত্রে সহায়তার প্রথম কিস্তি ছাড়ের চার বছরের মধ্যে আসলের ১০%, ৫ম বছরে ১৫% এবং ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম বছরে ২৫% লাভসহ ফেরত দিতে হয়।
ইইএফ-এর রয়েছে অপার সম্ভাবনা। রয়েছে ইইএফ স্কিম থেকে ইনস্টিটিউশনে রূপান্তরের সুযোগ, যেটা পল্লী-শহরভিত্তিক হতে পারে। একে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হবে বিকল্প ইক্যুইটি ও কমোডিটি মার্কেট। গবেষণালব্ধ পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণেও ইইএফ রাখতে পারে বিশেষ অবদান।
ব্যক্তিগত সততা ও আন্তরিকতা যেকোনো আদর্শ বা নীতির মতোই মহান। এমন বোধের চেতনা নিয়ে আমাদের দেশের তরুণ সমাজ দাঁড়িয়ে আছে কর্মোদ্যম শক্তির কাছে। আইসিবি তারুণ্যের এই শক্তিকে রূপান্তরিত করতে চায় দেশ গঠনের কাজে। তরুণরা এগিয়ে আসুক। এগিয়ে আসুক দেশের ও প্রবাসী বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা কর্মসংস্থানেরও নতুন পণ্যের সম্ভাবনাময় উদ্যোগ নিয়ে, যা উদ্যোক্তাদের সাফল্য ও সমৃদ্ধি আনবে। আর্থসামাজিক উন্নয়নেও রাখবে বিশেষ অবদান। সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একদিন নিশ্চয় আমরা গড়ে তুলতে সমর্থ হব 'সমৃদ্ধময় বাংলাদেশ'।
সফল হোক 'ইইএফ উদ্যোক্তা সম্মেলন-২০১১'।

মো: ফায়েকুজ্জামান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

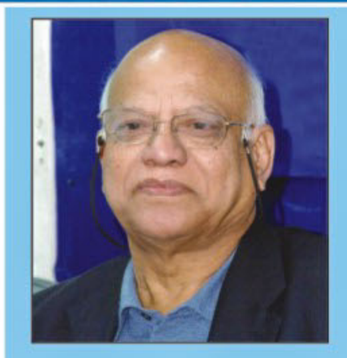

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ইইএফ কর্মসূচির সাফল্য তুলে ধরতে 'ইইএফ উদ্যোক্তা সম্মেলন ২০১১' আয়োজন করা হয়েছে।
ইইএফ আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিধারায় একটি তাৎপর্যমণ্ডিত অনুঘটনের ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখে যে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন তারই পূর্ণতা এই ইইএফ কার্যক্রমের লক্ষ্য।
প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমানে বাংলাদেশ দিনবদলের কার্যক্রম গ্রহণ করে কৃষি ও তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প প্রসারে সবিশেষ নজর দিয়েছে। শিল্পের বিকাশ ও শিল্পে শ্রমিক নিয়োগ করেই রূপকল্প ২০২১ সালের সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। এই অগ্রযাত্রায় ইইএফ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি এবং তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পে আর্থিক সহায়তা দিয়ে প্রতিভাবান ও উদ্যমী বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি দেশের শিল্পোন্নয়নেও অবদান রেখে চলেছে।
আমি ইইএফ কর্মসূচির আজকের এই উদ্যোক্তা সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। এর সাথে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক সাধুবাদ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত

বাণী

ড. আতিউর রহমান
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর যৌথ উদ্যোগে ২৬ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে দেশে প্রথমবারের মত একুইটি এ্যান্ড অন্ট্রাপ্রান্যারশীপ ফান্ড (ইইএফ)-এর উদ্যোক্তা সম্মেলনের আয়োজন এবং এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।
আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। কিন্তু অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দুটি খাত যথা-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কাঙ্ক্ষিত অর্থায়ন না হওয়ায় বর্তমান সরকার তার পূর্ব মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১) ইক্যুইটি এ্যান্ড অন্ট্রাপ্রান্যারশিপ ফান্ড (ইইএফ) নামে একটি ফান্ড গঠন করে। সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক ইইএফ'র কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০০১ সালে তহবিলটির সূচনা হলেও ২০০৫ সাল থেকে প্রায় আড়াই বছরের অধিক সময় এর কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা যায়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ইইএফ নব উদ্যমে যাত্রা শুরু করেছে। নতুন করে ইইএফ কার্যক্রম শুরু করার ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ঈপ্সিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের অভিযাত্রায় গতি সঞ্চারিত হয়েছে; প্রবীণ ও নবীন উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। বর্তমান সরকারের কৃষি-বান্ধব অর্থনীতি ও 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইইএফ'র আওতায় অধিকসংখ্যক প্রকল্প মঞ্জুরির উদ্যোগ নেয়া হয়। ইইএফ'র সৃষ্টিলগ্ন থেকে বিগত আট বছরে (২০০০-০১ হতে ২০০৭-০৮) যেখানে ২১৬টি কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে ৫৬৮.৯২ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল, সেখানে বর্তমান সরকারের মাত্র দু'বছরেই (২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০) ৪০১টি কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে ৬৪২.৮০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। আইসিটি খাতে বিগত ছয় বছরে (২০০২-০৩ হতে ২০০৬-০৭) যেখানে ৩৩টি প্রকল্পে ৫৮.৪১ কোটি মঞ্জুর করা হয়েছিল, সেখানে মাত্র এক বছরে (২০০৯-১০) এ খাতে ১৪টি প্রকল্পে ১৮.৯৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইইএফকে উদ্যোক্তা-বান্ধব করার নীতি-পদক্ষেপ গ্রহণ, এর নীতিমালা সহজীকরণ এবং বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় নতুন নতুন খাত অন্তর্ভুক্ত করার ফলে এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।
আমরা আশা রাখি ইইএফকে উজ্জীবিতকরণে এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এবং এই উদ্যোক্তা সম্মেলনে অর্জিত ধারণায় ইইএফ'র মাধ্যমে দেশে কৃষিজ উৎপাদন, প্রাণীজ আমিষ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রপ্তানিমুখী কৃষিজ ও আইসিটি খাতের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটবে। উদ্যোক্তাগণের দক্ষতা ও দেশপ্রেমের প্রমাণস্বরূপ যে সমস্ত সফল উদ্যোক্তাগণ ইতোমধ্যে আলোচ্য তহবিলের গৃহীত টাকা ফেরত দিতে সক্ষম হয়েছেন তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাতে চাই। এসব দৃষ্টান্ত সম্মেলনে আগত সকল উদ্যোক্তাগণের জন্য সফলতার প্রতীক হয়ে উঠবে; এতে করে এসব বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস ও উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়ে ব্যাপক ভিত্তিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। দেশে বিকাশ লাভ করবে বিনিয়োগের সুস্থ পরিবেশ।
ইইএফ ফান্ড সৃষ্টি, মেধা ও শ্রম দিয়ে এই ফান্ডকে অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালনা করার জন্য সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আইসিবি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। ইইএফ'র উদ্যোক্তা সম্মেলন সফল হোক কামনা করি।

ড. আতিউর রহমান

বাণী

মো: শফিকুর রহমান পাটোয়ারী)
সচিব
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'ইইএফ উদ্যোক্তা সম্মেলন, ২০১১'-এর আয়োজন একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ইইএফ-এর মাধ্যমে সরকার কৃষি ও আইসিটি খাতের উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন করে আসছে। দেশে বিরাজমান বেকারত্বের হার হ্রাসের পাশাপাশি খাদ্য ও মৎস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, পশুখাদ্য উৎপাদন, জৈব সার কারখানা স্থাপনসহ কৃষিনির্ভর বিভিন্ন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা ও তথ্য-প্রযুক্তি বিস্তারে ইইএফ ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে।
রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের জন্য কৃষি ও তথ্য-প্রযুক্তি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ দুটি খাতে অর্থায়নের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হওয়ার পাশাপাশি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারব। এ ধরনের কর্মসূচী দেশের মেধাবী ও উদ্যোগী তরুণদের দেশ গড়ার পথে এগিয়ে আসতে উৎসাহ জোগাবে।
বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবির যৌথ পরিচালনায় ইইএফ কর্মসূচী সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এ কর্মসূচীর জন্য নীতি ও কৌশল প্রণয়ন এবং অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে সহায়তা দিয়ে আসছে। আমি এ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং 'ইইএফ উদ্যোক্তা সম্মেলন, ২০১১'-এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী

চেয়ারম্যানের বাণী

ডা. এম. খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান
পরিচালনা পরিষদ
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

আজ ২৬ এপ্রিল, ২০১১ বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবি যৌথভাবে 'ইইএফ উদ্যোক্তা সম্মেলন-২০১১'-এর আয়োজন করতে যাচ্ছে। এ সম্মেলনের মাধ্যমে ইইএফ সহায়তা গ্রহণকারী সম্মানিত উদ্যোক্তাগণের সাথে সরকার তথা ফান্ড ব্যবস্থাপকগণের একটি কার্যকর যোগসূত্র রচিত হবে।
বাংলাদেশে জনসংখ্যার অধিকাংশ গ্রামে বাস করায় 'ইক্যুইটি এন্ড এন্টারপ্রেনারশিপ ফান্ড'-এর সফল বাস্তবায়ন গ্রামীণ তথা বাংলাদেশ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। একদিকে বর্ধিত জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হওয়া, ঝুঁকি বহনকারী উদ্যোক্তাশ্রেণীর সৃষ্টি হওয়া এবং সর্বোপরি উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড গ্রামীণ জনপদে বিস্তৃত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের সমাজজীবনে আসবে ইতিবাচক পরিবর্তন।
এই সম্মেলন বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় চালু হওয়া 'ইইএফ' প্রকল্পের সফলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে উক্ত কর্মসূচিকে আরও কার্যকর করার কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
আমি এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি। সেই সঙ্গে এর কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. এম. খায়রুল হোসেন

আয়োজনে : বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ